সুখবর!

- ভায়া স্ক্রীনিং এবং চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি
- ভায়া স্ক্রীনিং করলে আপনার কোন ক্ষতি হবেনা
- Thermal Ablation নেয়ার পর আপনি গর্ভধারন এবং বাচ্চার মা হতে পারবেন
- আপনার যৌন জীবন কে কোন ভাবে প্রভাবিত করবেনা

ভায়া কি?

ক্যান্সার পূর্ব অবস্থায় খালি চোখে জরায়ু মুখে কোন রকম ক্ষত বা চাকা দেখা যাবে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে পদ্ধতিতে জরায়ু মুখের ক্যান্সার অবস্থা শনাক্ত করা হয় তাকে ভায়া/VIA বলে। VIA (ভিজুয়াল ইনস্পেকশন অফ সার্ভিক্স উইথ এ্যাসেটিক এসিড) পদ্ধতিতে জরায়ু মুখ পরীক্ষা করলে ক্যান্সারের পূর্ব অবস্থা সাদা রঙ ধারন করে যা রোগ নির্ণয়ে সাহায্যে করে।

ভায়া কিভাবে করা হয়?

- আপনাকে একটি টেবিলে শোয়ানোর পর একজন মহিলা সেবিকা অথবা মহিলা ডাক্তার জরায়ু মুখের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখবেন যে সেখানে কোন সংক্রমণ বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা
- এরপর একজন ডাক্তার অথবা সেবিকা গর্ভাশয়ের মুখ পরীক্ষা করবেন
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকা অথবা ডাক্তার ভিনেগার দিয়ে জরায়ু মুখ এ প্রলেপ দিবেন। এটা কোন সময়ই জরায়ুর ভিতর জ্বালা সৃষ্টি করেনা
- এরপর তারা এক মিনিট অপেক্ষা করবেন, কেননা এই সময়ের মধ্যে গর্ভশয়ের মুখ সাদা বর্ণ ধারণ করতে পারে
- গর্ভশয়ের মুখ সাদা রঙ ধারণ না করলে মনে করতে হবে গর্ভাশয়ের মুখ ভালো আছে
- যদি গর্ভশয়ের মুখ সাদা রঙ ধারণ করে তবে বুঝতে হবে গর্ভাশয়ের মুখে কোন রোগ অথবা জটিলতা আছে
- যদি গর্ভাশয়ের মুখে কোন রোগ বা জটিলতা দেখা যায় তৎক্ষণাৎ ডাক্তার এর পরামর্শ নিন

ভায়া স্ক্রীনিং যাদের জন্য প্রযোজ্য-

- একাধিক যৌনসঙ্গী থাকা
- ৩০ বৎসর অথবা তার বেশি বয়সী বিবাহিত মহিলা
- শেষবার ভায়া পীরক্ষা ৫ বছর আগে করিয়েছেন
- শেষবার ভায়া পরীক্ষায় কোনরকম ত্রুটি ছিল
- ক্লিনিকের সেবিকা অথবা ডাক্তার এই পরীক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন
- ৩০ বছরের বেশি হলে প্রতি ৫ বছর অন্তর স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়ে এক বার করে অবশ্যই ভায়া স্ক্রীনিং করাতে হবে। বয়স্ক মহিলাদের জন্য (ভায়া টেষ্ট) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোথায় ভায়া স্ক্রীনিং করান হয়?

- ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল শ্যামনগর(FHS)
- এমিরেটস ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল(EFH)
- ফ্রেন্ডশিপ হেলথ ক্লিনিক (FHC) গাইবান্ধা
- ফ্রেন্ডশিপ হেলথ ক্লিনিক (FHC) কুড়িগ্রাম
- বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্থানীয়FCM (এফসিএম) দের সাথে যোগাযোগ করুন

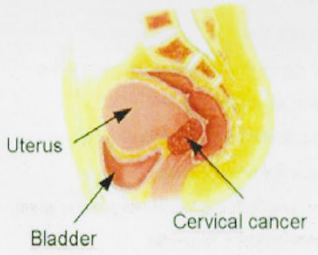

সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র ও ফোন নম্বর নিয়ে আসুন

FRIENDSHIP

ক্যান্সারের থাকলে ভয় বাল্য বিবাহ আর নয়

জরায়ু-মুখ ক্যান্সারমুক্ত রাখতে যদি পারি অকাল মৃত্যুর কবলে পড়বে না আর নারী

জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার ঘাতক ব্যাধি, এর পরিণাম মৃত্যু। এই গুপ্ত ঘাতক আপনার শরীরে অজান্তে বৃদ্ধি পায়।

ত্রিশ বছর বয়স হলে ভায়া করতে আসুন চলে

PRESCRIP TEC

Funded by the European Union

আপনি আপনার পরিবার, বন্ধু এবং সমাজের জন্য খুবই মূল্যবান। আপনার প্রিয়জনের জন্য আপনি একজন ভাল স্ত্রী, মা, মেয়ে, বোন ও বন্ধু হওয়ার জন্য যেন নিজের পরিচর্যা করতে পারেন এটি এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

জরায়ু মুখের ক্যান্সার কি?

জরায়ু-মুখ হচ্ছে জরায়ুর সব থেকে নিচের অংশ এবং জরায়ু থেকে বাচ্চা প্রসবের পথ। জরায়ুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই অংশটিতে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেশি। অন্যান্য ক্যান্সারের তুলনায় জরায়ু-মুখ ক্যান্সার শুরুতে শনাক্ত করা গেলে অনেক বেশি নিরাময় যোগ্য। প্রথম অবস্থায় এই ক্যান্সার জরায়ু-মুখেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরে ধীরে ধীরে ছড়ায়। উৎপত্তিস্থলের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে এই ক্যান্সারের চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ে। জরায়ুর মুখের ক্যান্সার বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মহিলা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাদের ৩০ ভাগই হচ্ছে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের শিকার। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১৭৬৮৬ মহিলাদের জরায়ু-মুখে নতুনভাবে ক্যান্সার হচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগ ধরা পড়লে সম্পূর্ণ আরোগ্য সম্ভব। একদিন বা একমাসে হঠাৎ করে জরায়ু-মুখে ক্যান্সার হয় না। জরায়ু-মুখের আবরণী কোষগুলোতে বিভিন্ন কারণে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে ক্যান্সারের রূপ নেয়। এই পরিবর্তন হতে ১০-১৫ বছর সময় লাগে। উন্নত দেশে জরায়ু-মুখ নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়, কাজেই তারা প্রাথমিক অবস্থায়ই সমস্যাটি জানতে পারেন। ফলে চিকিৎসা দ্বারা ১০০ ভাগ রোগী ভাল হয়ে যান। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জরায়ু-মুখ নিয়মিত পরীক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি, ফলে জরায়ু-মুখে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ৮০ ভাগ রোগীরা আসেন শেষ পর্যায়ে এবং ইতিমধ্যে ক্যান্সার ছড়িয়ে যায় ও অপারেশন করা আর সম্ভব হয় না। রোগীরা দেরিতে আসার একটি কারণ হচ্ছে প্রথম অবস্থাতে এ রোগের কোন লক্ষণ থাকে না, তাই সমস্যা না থাকার কারণে রোগীরা আসেন না। এসব মহিলারা বেশিরভাগই এত দেরিতে হাসপাতালে আসেন যে বড় অপারেশন বা রেডিওথেরাপি লাগে। যে কারণে অনেকেই আর সুস্থ হতে পারেন না। একমাত্র জরায়ু-মুখের ক্যান্সার নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করা সম্ভব।

জরায়ু-মুখের ক্যান্সারপূর্ব অবস্থা

ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার আগে জরায়ু মুখে অনেক দিন ধরে ক্যান্সারপূর্ব অবস্থা থাকে। জরায়ু-মুখ ভালভাবে পরীক্ষা করলেই ক্যান্সারপূর্ব অবস্থা বোঝা যায় এবং ভবিষ্যতে ক্যান্সার হতে যাচ্ছে, তা নির্ণয় করা যায়। ক্যান্সারপূর্ব অবস্থা ধরা পড়লে সামান্য চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে জরায়ু ফেলে দেবার প্রয়োজন হয় না এবং চিকিৎসার পরেও সন্তানধারণ সম্ভব।

কাদের জরায়ু-মুখে ক্যান্সার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী?

- হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) দ্বারা সংক্রমিত হওয়া
- এইচআইভি/এইডস দ্বারা সংক্রমিত হওয়া ॥
- অন্যান্য যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়া (এইচআইভি বা হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ব্যতীত)
- ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি/ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার করা
- অনিরাপদ যৌন মিলন
- সিগারেট/ ধুমপান/পান/তামাক/জরদা/গুল ব্যবহার করা
- ভেষজ/ক্রিম/ বস্তু যোনিতে ঢুকালে
- এমন যৌনসঙ্গী থাকা যার সুন্নত খৎনা করা নাই
- তিন বা ততোধিক শিশু জন্ম দেওয়া
- জরায়ু ক্যান্সারের নিয়মিত স্ক্রিনিং/ পরীক্ষার জন্য না যাওয়া
- পড়া/ঝাড়ফুক/তাবিজ এ বিশ্বাস করা
- মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে যোনিপথে রক্তক্ষরণ
- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত কিংবা মাসিক দীর্ঘস্থায়ী হওয়া
- রজোবন্ধের পর যোনীপথে রক্তক্ষরণ
- শারীরিক মিলনের সময় বা পরে যোনীপথে রক্তক্ষরণ
- ক্রমাগত কোমর এবং তলপেটে ব্যথা
- যোনীপথে চুলকানি
- অল্প বয়সে বিয়ে
- নিজের বা স্বামীর একাধিক বিয়ে বা একাধিক যৌনসঙ্গী থাকা
- যে সকল মহিলা নিরাপদ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন এবং সমস্যার প্রাথমিক পর্যায়ে ডাক্তার বা স্বাস্থকর্মীর পরামর্শ নেন না
- কনডম ব্যবহার না করা

জরায়ু-মুখে ক্যান্সারের লক্ষণ

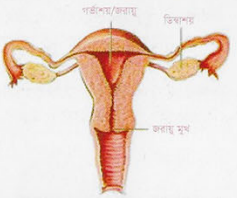

- অতিরিক্ত সাদা স্রাব
- দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
- অতিরিক্ত অথবা অনিয়মিত রক্তস্রাব
- সহবাসের পর রক্তপাত
- মাসিক পুরো পুরি বন্ধ হয়ে যাবার পর পুনরায় রক্তপাত
- কোমরে, তলপেটে ও উরুতে ব্যথা

মনে রাখবেন আপনি যদি স্ক্রীনিং এবং চিকিৎসা নিয়েও থাকেন, আপনাকে প্রতি ৫ বছর অন্তর পরীক্ষা করাতে হবে।

কিভাবে জরায়ু-মুখে ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব?

- বাল্যবিবাহ বন্ধ করা
- একাধিক বিবাহ বন্ধ করা
- সুরক্ষিত যৌনসঙ্গম নিশ্চত করা
- নিয়মিত ভায়া স্ক্রীনিং করা
- ধূমপান বা পরোক্ষ ধোঁয়া পান এড়িয়ে চলা
- উচ্চ ঝুঁকি যৌন আচরণ পরিহার করা
- কনডম ব্যবহারে অভ্যস্ততা